ইউনিট ৩
বাজার ও কৃষিঋণ

ইউনিট ৩ বাজার ও কৃষিঋণ

পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মিলন ঘটায় বাজার। পণ্যের বাজার নির্দিষ্ট স্থান/এলাকা ভিত্তিক কিংবা বহুস্থানে বিস্তৃত হতে পারে। একই পণ্যের বাজার বহু স্থানে বিস্তৃত হলে পণ্যের চলাচল নিশ্চিত করে মধ্যসত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। পণ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রতিযোগিতার ধরন, ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাজার কাঠামো বা ধরন চিহ্নিত করা হয়। বাজার কাঠামোর উপর নির্ভর করে, পণ্যের দরদাম এবং ক্রেতা বা বিক্রেতা কতটুকু সুবিধা পাবে। বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। এই ইউনিটে বিভিন্ন পাঠে বাজার কাঠামোর বৈশিষ্ট্য, দাম নির্ধারণ, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ বাজার ও বাজারের শ্রেণিবিভাগ

এ পাঠ শেষে আপনি--

- বাজার বলতে কী বোঝায় তা বিবৃত করতে পারবেন।
- বাজারে ভোক্তা ও উদ্যোক্তার ভূমিকা এবং বাজারের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজারের শ্রেণিবিভাগ এবং সেই সংগে ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আপনি লক্ষ্য করুন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কত রকমের পণ্য বা দ্রব্যাদি ব্যবহার করছি। আপনি যে সার্টটি ব্যবহার করছেন, তা হয়তো কোনো দোকান হতে ক্রয় করেছেন। সেটি ক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত তৈরি হয়ে দোকানে আসতে, উপকরণের সমাবেশ, উৎপাদন, বন্টন, পরিবহন, ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় দোকানে সমাবেশ, বিক্রয়, সব মিলিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিয়োজিত ছিল। এরকম লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা অসংখ্য ধরনের পণ্য ভোক্তার উপযোগী করে প্রতিনিয়ত তৈরি করছে এবং টাকার বিনিময়ে ভোক্তা তা ভোগ করছে। অর্থনীতিতে অসংখ্য পণ্য তৈরি ও ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম শৃঙ্খলার সংগে পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্রের কোনো রকম চাপ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই। উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ, অর্থনীতিতে এসব সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত এক অদৃশ্য প্রেরণায় যাকে ব্যক্তি স্বার্থ বলা হয়. এই ব্যক্তি স্বার্থের মূলে রয়েছে প্রত্যেক উৎপাদক বা উদ্যোক্তার মুনাফা অর্জন কিংবা ভোক্তার তৃপ্তি লাভের প্রেরণা। বাজার অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে এই অদৃশ্য ব্যক্তি স্বার্থ (মুনাফা অর্জন কিংবা তৃপ্তি লাভ)। ভোক্তার জন্য বাজার পণ্য সৃষ্টি করছে বিরামহীনভাবে সরকারের কোনো নির্দেশ ছাড়াই। পণ্য বা দ্রব্যাদি তৈরি করছে উৎপাদক বা উদ্যোক্তা শ্রেণী। সকল পণ্য উৎপন্ন করতে শ্রমের সরবরাহ দিচ্ছে ভোক্তাশ্রেণী যারা সবাই পরিবারভুক্ত (household) শ্রম বা উপকরণ সরবরাহ করে ভোক্তা কিংবা তার পরিবার যে আয় করে, উদ্যোক্তাদের (firms) উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারের মাধ্যমে ক্রয় করে তা ভোগ করে। উদ্যোক্তাশ্রেণী উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মুলধনসহ যাবতীয় উপকরণের সমাবেশ ঘটায়। উৎপাদকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ সমূহ বাজারের মাধ্যমেই সংগ্রহ করে। তাহলে বাজারের মূল কাজ হলো বিনিময়ে (exchange) সহায়তা করা।

বাজার কী?

বাজার হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম.

সকল প্রকার উপকরণ, পণ্য, দ্রব্যসামগ্রী কিংবা সেবা বাজারের মাধ্যমে ভোক্তা বা উৎপাদকদের কাছে বিনিময় হয়ে থাকে। বিনিময়ে অংশ নিয়ে থাকে ক্রেতা ও বিক্রেতা শ্রেণী (এরাই ভোক্তা ও উৎপাদক)। বিনিময়ের জন্য প্রতিটি দ্রব্য, পণ্য কিংবা সেবার প্রকৃত মূল্য স্থিরকৃত হয় পণ্যের দামের মাধ্যমে। দ্রব্যের যা ব্যবহারমূল্য, দ্রব্যের দামে সেটার প্রতিফলন ঘটে। তাহলে বাজার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। বাজার হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম। বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি বিনিময়যোগ্য পণ্য বা সেবার বিনিময় দাম থাকবে। পণ্য বা সেবার দামই উৎপাদককে সংকেত দেবে

কোনো পণ্য বা দ্রব্য কতটুকু তৈরি করতে হবে। ভোক্তারা বেশি চাইলে পণ্যের দাম বাড়বে এবং এই দাম বৃদ্ধির সংকেতে উৎপাদক বেশি পরিমাণ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। আবার পণ্য বা দ্রব্যের দাম কমে গেলে এবং তা স্থায়ী হলে উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন কমিয়ে দেবে। আসলে পণ্য বা সেবার দামই ঠিক করে দেবে সেই পণ্য বা সেবা কতটুকু তৈরি হবে। দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য সৃষ্টি করে বাজার। আর চূড়ান্ত চাহিদা ও মোট সরবরাহ বাজারে পণ্যের দাম কী হবে তা নির্ধারণ করে।

বাজারের শ্রেণিবিন্যাস বা বাজার কাঠামো

বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার।

ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা, দ্রব্যের যোগান পরিস্থিতি ও দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি নির্ভর করে বাজারের ধরন বা কাঠামো কী তার উপর। বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার। প্রতিটি বাজার ধরনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাজার কাঠামোর উপর নির্ভর করবে ক্রেতা পণ্য দামের দিক থেকে কতটা সুবিধা পাবে। নিম্নে প্রচলিত বাজার কাঠামোগুলো আলোচনা করা হলো।

ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক (Pure competition) বাজারের বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের পণ্য বাজারে থাকবে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা। এই শ্রেণীভুক্ত বাজারে পণ্য হবে সমজাতীয়। পণ্য সমজাতীয় (homogeneous) ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বিধায় কোনো একক বিক্রেতা দাম ইচ্ছে করলেও বাড়াতে পারবে না। দাম বাড়াতে চাইলে ক্রেতাগণ একই দ্রব্য অন্যত্র ক্রয় করবে (অসংখ্য বিক্রেতা)। বিক্রেতা দাম কমালে মূহুর্তেই তা শেষ হয়ে যাবে (বাজারে দাম বেশি পেলে যদিও কমে বিক্রি করার কথা নয়)। বহু কৃষিপণ্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে (যেমন- চিনি, একই আকৃতির গোলআলু, দুধ, ডিম ইত্যাদি)। ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মার্কেট পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এ ধরনের বাজারে ক্রেতা যেমন থাকবে অসংখ্য, যে কেউ সহজেই বিক্রয়েও অংশ নিতে পারে। মূল কথা হলো বাজারের ব্যাপকতার তুলনায় একজন ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রভাব ঐ পণ্যের দামের উপর হবে শূন্য। এই বাজার কাঠামোয় বিক্রেতার প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ এবং অন্য বিক্রেতাদের অলক্ষ্যেই ঘটে থাকে।

খ) প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গুণগত মান, আকার কিংবা ব্যবহারের সুবিধা- অসুবিধা অনুযায়ী বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

এই ধরণের বাজারে থাকে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা (পূর্ণ প্রতিযোগিতার চেয়ে কম)। এই বাজারে পণ্যের গুণগত মান, আকার কিংবা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। পণ্য একেবারে সমজাতীয় নয়। যেমন চালের বাজার, ফলের বাজার, হোসিয়ারী দ্রব্য, জুতা, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর বাজার। অর্থাৎ রং, স্বাদ, আকৃতি ও গুণগত মানে একই পণ্যের বিভিন্ন গ্রেড বা পর্যায় রয়েছে। একই দ্রব্যের জন্য কোনো বিক্রেতা অন্য বিক্রেতার চেয়ে দাম বেশি দাবী করতে পারে দ্রব্যের গুণগত মানে পার্থক্য আছে এই যুক্তিতে। একই বাজারে অনেক বিক্রেতা ও মানের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি দ্রব্যের যোগান থাকার কারণে- বিক্রেতা দাম নির্ধারণে খানিকটা বা অল্প স্বল্প প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং অনেক বিক্রেতার কারণে দামের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সমঝোতাও সম্ভব নয়। এই বাজারে একক কোনো ক্রেতার প্রভাবও হবে অনুল্লেখ্য। এই ধরনের বাজারেও বিক্রেতার প্রবেশ সহজ।

গ) একচেটিয়া কারবারী বাজার (Monopoly market)

যে বাজারে শুধু একজন বিক্রেতা এক বা একাধিক দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করে যার কাছাকাছি কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই, তা হচ্ছে একচেটিয়া কারবারী বাজার। এটা সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একটি ফার্ম বা উদ্যোক্তার একক নিয়ন্ত্রণে সমুদয় বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়। বিক্রিত দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা থাকতে পারে অনেক। উদাহরণ তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কর্তৃপক্ষ। এ বাজারে অন্য বিক্রেতার প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব কেননা দ্রব্য বা সেবা সৃষ্টিতে উৎপাদন ও সংগঠন ব্যয় অত্যধিক। একচেটিয়া কারবারী এককভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে থাকে। সমগ্র বাজারে যদি শুধুমাত্র দুইজন বিক্রেতা থাকে, তাহলে তাকে দ্বৈত কারবারী বাজার বলে।

ঘ) মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার (Oligopoly market)

সমজাতীয় পণ্যে মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে ফার্মগুলো মূল্য ও বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সমঝোতায় এসে একচেটিয়া কারবারীর ভূমিকায় নামতে পারে

এই বাজার ব্যবস্থাতে মুষ্টিমেয় (একের অধিক তবে সাত-আট জন বিক্রেতার বেশি নয়) দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। ক্রেতা থাকতে পারে অনেক। মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার হতে পারে (ক) সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত অথবা (খ) প্রায় কাছাকাছি মানসম্পন্ন একই দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত। এই জাতীয় বাজার ব্যবস্থায় একজন উদ্যোক্তা বা ফার্মের দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ অন্য ফার্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমজাতীয় পণ্যে মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে (উদাহরণ- ওপেকের OPEC পেট্রোলিয়াম বাজার) ফার্মগুলো মূল্য ও বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সমঝোতায় এসে একচেটিয়া কারবারীর ভূমিকায় নামতে পারে। অবশ্য সমঝোতা কঠিন হয়ে পড়ে কেননা প্রতিটি ফার্ম অধিক পরিমাণ বিক্রি করতে চাইতে পারে, কাজেই সমঝোতা ভেঙ্গে গোপনে দাম কমানোর প্রবণতা দেখা যায়। সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়লে ফার্মগুলোর মধ্যে মূল্যযুদ্ধ লেগে যেতে পারে অর্থ্যাৎ কে কতো কমাবে বা কমিশন দেবে। মুষ্টিমেয় কারবারী সমজাতীয় পণ্য বাজারে এ প্রবণতা সতত বিদ্যমান। একটি উদাহরণ যেমন- জেলা থেকে রাজধানীমুখী গেইটলক বাস সার্ভিসে, কে কত ভাড়া নিচ্ছে সেটি লক্ষ্য রেখে) প্রায় কাছাকাছি মান সম্পন্ন পণ্য নিয়ে মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে (যেমন- লন্ড্রী সাবান, সেলুলার ফোন কোম্পানী, জুতা কোম্পানীসমূহ, সিমেন্ট শিল্প, কারুশিল্প বাজার) প্রতিটি ফার্ম নিজস্ব পণ্য যশ ও মানের কিছুটা তারতম্যে অথবা ক্রেতাদের বিবেচনায় অধিক মানসম্পন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় দামে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ বাজারে নতুন উদ্যোক্তার প্রবেশ সহজ নয়, কেননা উৎপাদনে যেতে প্রচুর পুঁজি, দক্ষ জনশক্তি ও বাজার দখলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

অনুশীলন (Activity) : *আমাদের দেশের প্রচলিত বাজার কাঠামোগুলোর ওপর আলোচনা করুন।*

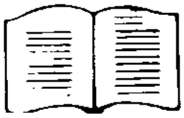

সারমর্ম : বাজার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। বাজার হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক, একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার। এই ধরণের পণ্য বাজারে থাকবে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা। এই শ্রেণীভুক্ত বাজারে পণ্য হবে সমজাতীয়। পণ্য সমজাতীয় (homogeneous) ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বিধায় কোনো একক বিক্রেতা দাম ইচ্ছে করলেও বাড়াতে পারবে না। এই বাজার কাঠামোয় বিক্রেতার প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ এবং অন্য বিক্রেতাদের অলক্ষ্যেই ঘটে থাকে। এই ধরণের বাজারে থাকে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা। পণ্য একেবারে সমজাতীয় নয়। এই ধরণের বাজারেও বিক্রেতার প্রবেশ সহজ। যে বাজারে শুধু একজন বিক্রেতা এক বা একাধিক দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করে যার কাছাকাছি কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই, তা হচ্ছে একচেটিয়া কারবারী বাজার। এটা সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার। সমগ্র বাজারে যদি শুধুমাত্র দুইজন বিক্রেতা থাকে, তাহলে তাকে দ্বৈত কারবারী বাজার বলে। এই বাজার ব্যবস্থাতে মুষ্টিমেয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। এই বাজারে নতুন উদ্যোক্তার প্রবেশ সহজ নয়, কেননা উৎপাদনে যেতে প্রচুর পুঁজি, দক্ষ জনশক্তি ও বাজার দখলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. বাজার কাঠামো চিহ্নিত করা হয়-
- i. ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা, পণ্যের গুণাবলী ও প্রতিযোগিতার ধরন দ্বারা
- ii. বাজার গ্রাম এলাকায় না শহর এলাকায় তা দেখে
- iii. বাজারে শুধু ক্রেতার সংখ্যা কত তা দ্বারা
- iv. বাজারে শুধু বিক্রেতার সংখ্যা কত এর উপর

খ. অর্থনীতিতে অসংখ্য পণ্য তৈরি ও ভোক্তার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত এক অদৃশ্য প্রেরণায়, কারণ--
- i. সরকারের রয়েছে পুলিশবাহিনী
- ii. রাষ্ট্রে রয়েছে বিচার বিভাগ
- iii. প্রত্যেক নাগরিক আসলে সুনাগরিক
- iv. উৎপাদকের মুনাফা অর্জনের ব্যক্তি স্বার্থে অদৃশ্য প্রেরণা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বাজারের মূল কাজ হলো .... সহায়তা করা।

খ. ষ্টক এক্সেঞ্জের শেয়ার মার্কেট একটি .... বাজার।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. উৎপাদক কোনো পণ্য কতটুকু উৎপাদন করবে তা শ্রমিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

খ. একচেটিয়া বাজার একটি সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পাঠ ৩.২ বাজারে দাম নির্ধারণ

এই পাঠ শেষে আপনি--

- বাজারের কাঠামো অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজারের কাঠামো অনুযায়ী বিক্রেতা যে চাহিদা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন্ বাজার কাঠামোতে উৎপাদক ও ভোক্তার কল্যাণ বেশি-কম তা বিবৃত করতে পারবেন।

ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নিরূপণ

চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে বাজারের দ্রব্য বা পণ্যের বিক্রয় দাম নির্ধারিত হয়। বাজারের মোট চাহিদা যদি মোট যোগানের চেয়ে বেশি হয় তবে দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে। দাম বৃদ্ধির ফলে বিক্রেতারা যোগান বাড়াতে থাকে এবং যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকলে আবার দাম কমে যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সমতায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এইভাবে নির্ধারিত দামই ভারসাম্য মূল্য। বিষয়টি নিম্নে সারণি ও চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো।

সারণি ৩.২.১ ঃ দাম পরিবর্তনে মোট চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতি

দ্রব্যের দাম (টাকা) (ডজন ডিম)	মোট চাহিদা (ডজন ডিম)	মোট যোগান (ডজন ডিম)
১৫	১০	৪০
১৪	১৫	৩৫
১৩	২০	৩০
১২	২৫	২৫
১১	৩০	২০
১০	৩৫	১৫

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, বাজারে প্রতি ডজন ডিম যখন ১৫ টাকা, তখন ঐ বাজারে মোট চাহিদা ১০ ডজন এবং মোট যোগান ৪০ ডজন (চিত্র ৩.২.১ লক্ষ্য করুন)। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকায় ডিমের দাম কমে আসবে। দাম কমার সংগে ক্রমান্বয়ে মোট যোগানও কমে আসবে। যখন প্রতি ডজন ডিম ১২ টাকা তখন মোট চাহিদা ও মোট যোগান সমান অর্থাৎ ২৫ ডজন (চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু)। বাজারে ১২ টাকা হচ্ছে ভারসাম্য মূল্য। কোনো কারণে দাম পড়ে ১১ টাকা হলে মোট চাহিদা বাড়বে তবে ঐ কম দামে যোগান কমে যাবে (যোগান হবে ২০ ডজন)। চাহিদার তুলনায় বাজার যোগান কম হওয়ায় দাম বেড়ে চাহিদা ভারসাম্য বিন্দুতে স্থির হবে। ভারসাম্য দাম স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ সরবরাহ ও চাহিদা স্থির থাকবে। আবহাওয়া কিংবা মৌসুমের পরিবর্তন ও আয়ের কম বৃদ্ধির কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটতে পারে। উৎপাদনে কমবেশি হলে, সরবরাহ বাধাগ্রস্থ হলে যোগান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান কমে যাবার ফলে মূল্য বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হবে এবং তা পুনরায় যোগান ও চাহিদার সমতা অবস্থায় দামকে নিয়ে যাবে। এভাবেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যমূল্য ভারসাম্য অবস্থায় স্থিতিশীল হবে। নিম্নে রেখা চিত্রের সাহায্যে দ্রব্যের দাম নির্ধারণের বিষয়টি দেখানো হলো-

> ভারসাম্য দাম স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ সরবরাহ ও চাহিদা স্থির থাকবে।

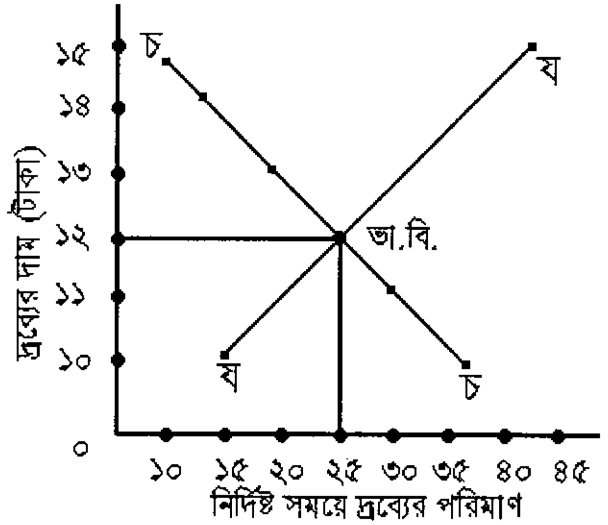

চিত্র ৩.২.১ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ও ভারসাম্য দাম

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা বাজার নির্ধারিত দামেই বিক্রয়ে বাধ্য।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা বাজার নির্ধারিত দামেই বিক্রয়ে বাধ্য। একজন বিক্রেতার নিকট দাম বেশি হলে ক্রেতারা ঐ দামেই বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ে সক্ষম (পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য)। একজন বিক্রেতা কোনো কারণে দাম কমালে মূহুর্তেই তা শেষ হয়ে যাবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতা যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তা নিচে রেখা চিত্রে দেখানো হলো।

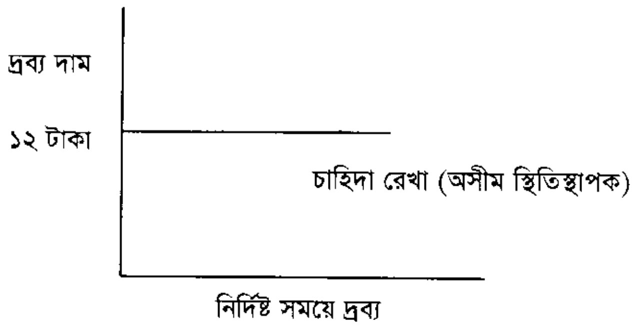

চিত্র ৩.২.২ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদারেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান রেখা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় বিধায় ঐটিই হবে ভোক্তার জন্য সর্বনিম্ন দাম।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় একটি পণ্যের এক দাম। বাজারে যে দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে সকল ক্রেতা-বিক্রেতা তা অবগত থাকবে। একজন বিক্রেতা একদামে যত ইচ্ছে সে বিক্রয় করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান রেখা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় বিধায় ঐটিই হবে ভোক্তার জন্য সর্বনিম্ন দাম। অসংখ্য বিক্রেতা এই বাজারে অংশ নিতে পারে এবং উৎপাদন কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা সর্বোচ্চ বিধায় নিম্নতম খরচে পণ্য উৎপাদনে বাধ্য হয় (না হয় উৎপাদন বা যোগান দেয়া একজন উদ্যোক্তাকে বন্ধ করে দিতে হবে)। সে কারণে এ বাজার ব্যবস্থা সামাজিক অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা দেয় এবং অধিক পণ্য উৎপাদন, সর্বনিম্ন পণ্য দাম নিশ্চিত করে বিধায় সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ নিহিত থাকে। এই বাজার কাঠামোতে অসংখ্য বিক্রেতার কারণে প্রত্যেকের মুনাফা থাকবে সর্বনিম্ন।

খ) প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া

> একটা দ্রব্য আরেকটির খুব নিকট পরিবর্তক, সেই কারণে দামের পার্থক্য খুব বেশি হবে না

এই ধরনের বাজার কাঠামোতে অনেক ক্রেতার বিপরীতে থাকে অনেক বিক্রেতা যারা বিভিন্ন মান, স্বাদ, রং কিংবা আকারের একই পণ্য বিক্রি করে । পণ্যের এই পার্থক্যের কারণে এখানে বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় একই পণ্যের দামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। একটা দ্রব্য আরেকটির খুব নিকট পরিবর্তক, সেই কারণে দামের পার্থক্য খুব বেশি হবে না। এখানে বিক্রেতা বাজারে খুবই স্থিতিস্থাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পণ্য বিক্রয় করবে। নিম্নে প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা রেখা দেখানো হলো।

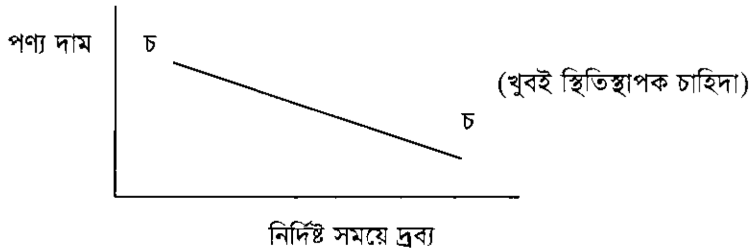

চিত্র ৩.২.৩ প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখা

কোনো কোনো পণ্যে বিক্রেতা দামে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিধায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার চেয়ে দাম এখানে কিছুটা বেশি হবে যদিও দাম নির্ণিত হবে বাজারের মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই। একই পণ্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন দাম বিরাজ করবে।

গ) একচেটিয়া কারবারী বাজার

একজন বিক্রেতাই সমস্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। দ্রব্যটির এমন বৈশিষ্ট্য যে এটির কাছাকাছি বিকল্প নেই। এ ধরনের বাজার কাঠামোর উদাহরণ খুবই কম। এটা এমন সব দ্রব্য বা সেবা যা কতিপয় কিংবা বেশ কিছু ফার্ম উৎপাদন করলে কারো জন্যই লাভজনক হয়না। এমন পরিস্থিতি একচেটিয়া কারবারের জন্ম দেয়। একচেটিয়া কারবারী দাম এককভাবে নির্ধারণ করলেও এতবেশি করে না যে ভবিষ্যতে আরো বেশি ফার্মের জন্ম হতে পারে, অন্যের দ্বারা বিদেশ থেকে আমদানী হতে পারে বা ভোক্তা শ্রেণী ব্যাপক প্রতিরোধী হয়ে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। একচেটিয়া কারবারী দাম নিয়ন্ত্রণ করলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি করতে পারেনা যা ভোক্তা প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা ভবিষ্যতে বিকল্প উৎসের সৃষ্টি হবে। তবুও একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যমূল্য অন্য যে কোনো বাজার কাঠামোর চেয়ে বেশি হয়। দ্রব্য উৎপাদনের প্রান্তিক আয়ের চেয়ে দ্রব্যমূল্য বেশি হবে যেখানে চাহিদা রেখা উপর থেকে নিম্নঢালমুখী। নিম্নে একচেটিয়া কারবারী যে বাজার চাহিদা রেখার মোকাবেলা করে তা দেখানো হলো। চাহিদা রেখা সকল বাজার কাঠামোর চেয়ে অস্থিতিস্থাপক। দ্বৈত কারবারী বাজার পণ্যের সমতার কারণে সাধারণত মিলিতভাবেই পণ্যদাম ঠিক করে থাকে। এক্ষেত্রে সকল বৈশিষ্ট্যই একচেটিয়া কারবারী বাজারের মত।

> তবুও একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যমূল্য অন্য যে কোনো বাজার কাঠামোর চেয়ে বেশি হয়।

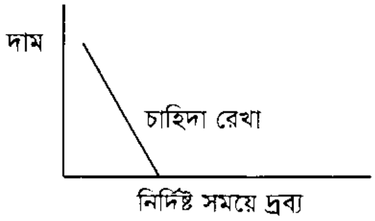

চিত্র ৩.২.৪ একচেটিয়া কারবারীর জন্য বাজার চাহিদা রেখা

ঘ) মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার

এই বাজার কাঠামোতে যেহেতু কতিপয় ফার্ম বা উদ্যোক্তা সকল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাই প্রতিটি ফার্ম মূল্য নির্ধারণ বা পরিবর্তনে অন্য ফার্মগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। একটি ফার্ম দাম কমালে অন্যরা সংগে সংগেই তা অনুসরণ করবে। সমজাতীয় দ্রব্যে বা সেবায় কেউ এককভাবে দাম বাড়াতে চায়না। সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কারবারী যদি জোটবদ্ধ হয় তবে এরা একচেটিয়া কারবারীর মতই মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা নিতে পারে। তবে যেখানে দ্রব্যে বা সেবার ক্ষেত্রে ভোক্তা কর্তৃক পার্থক্য বিবেচিত হয় (differentiated oligopoly) সেক্ষেত্রে অধিকতর চাহিদার প্রেক্ষাপটে কোনো ফার্ম দাম নেতৃত্ব গ্রহণ করে কিছুটা দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে থাকে। খুব কাছাকাছি বিকল্প থাকায় অধিক দাম বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই বাজার কাঠামোতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, ভোক্তাকে আকৃষ্ট করবার জন্য আকর্ষণীয় মোড়ক, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, লটারী কূপণ, দ্রব্যের নতুন সংস্করণ ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবু দ্রব্য উন্নতকারী বা বৈচিত্রপূর্ণ করণের প্রচেষ্টা এই বাজার কাঠামোতে লক্ষ্য করা যায়। এই বাজার কাঠামোতে বৃহৎ ফার্মগুলোর মধ্যে বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতাই এর কারণ। ফার্মগুলো একচেটিয়া কারবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক, কিন্তু প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার কাঠামোর চেয়ে কম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা মোকাবেলা করে থাকে।

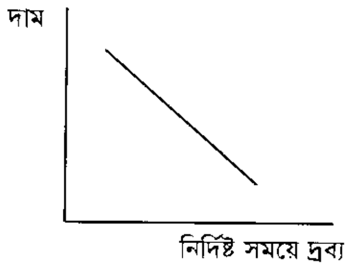

চিত্র ৩.২.৫ মুষ্টিমেয় কারবারীর বাজার চাহিদা রেখা

অনুশীলন (Activity) : *বিভিন্ন প্রকার বাজারে কীভাবে দাম নির্ধারিত হয় তা বর্ণনা করুন।*

সারমর্ম : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সমতায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান কমে যাবার ফলে মূল্য বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হবে এবং তা পুনরায় যোগান ও চাহিদার সমতা অবস্থায় দামকে নিয়ে যাবে। এটা এমন সব দ্রব্য বা সেবা যা কতিপয় কিংবা বেশ কিছু ফার্ম উৎপাদন করলে কারো জন্যই লাভজনক হয়না। এমন পরিস্থিতি একচেটিয়া কারবারের জন্ম দেয়। সমজাতীয় দ্রব্যে বা সেবায় কেউ এককভাবে দাম বাড়াতে চায়না। সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কারবারী যদি জোটবদ্ধ হয় তবে এরা একচেটিয়া কারবারীর মতই মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা নিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোতে পণ্যের দাম--
- i. বিক্রেতারা সম্মিলিতভাবে পণ্যের দাম ঠিক করে থাকে
- ii. ক্রেতারা মিলিতভাবে দাম ঠিক করে থাকে
- iii. পণ্যের মান অনুযায়ী বিক্রেতারা ভিন্ন ভিন্ন দাম চাইতে পারে
- iv. ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত কোনো একটা দামে রাজি হয়

খ. মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে সমজাতীয় পণ্য হলে বিক্রেতারা--
- i. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত পণ্য দাম নির্ধারণ করে
- ii. প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত দাম নির্ধারিত হয়
- iii. যে যার মত দাম নির্ধারণ করে
- iv. একচেটিয়া কারবারী বাজারের মত পণ্য দাম নির্ধারিত হয়

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় একটি পণ্যের .... দাম।

খ. একচেটিয়া বাজারে একজন .... সমস্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় মোট চাহিদা ও সরবরাহের উপর।

খ. প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বা দ্রব্য সরবরাহ কতিপয় ফার্ম বা উদ্যোক্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পাঠ ৩.৩ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ও সমস্যাসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি--

- পণ্য বিপণন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- চিহ্নিত সমস্যা অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৃষিপণ্য উৎপাদকবৃন্দ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করেন জীবন নির্বাহ প্রয়োজনে, আর অংশত বাড়তি পণ্য বাজারে বিক্রির মাধ্যমে নগদ টাকায় প্রয়োজন মিটান। কৃষকের আয় মূলতঃ নির্ভর করে কৃষিপণ্য বিক্রয়ে লভ্য দর দামের উপর। ভোক্তাদের পর্যায়ে খুচরা বিক্রয়ে পণ্যের যে দাম থাকে, কৃষকের খামারের দোরগোড়ায় সেই দামের কত অংশ পাবে তা মূলতঃ নির্ভর করে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে কতটি মধ্যসত্ত্বভোগী এবং দ্রব্যটি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় (যেমন- গম থেকে পাউরুটি) অন্যান্য উপকরণের সমাবেশ খরচ কতটুকু। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে নানা হাত/স্তর পার হতে হয়। যেমন- বাছাই করা, বাজারে জড়ো করা, বাজার থেকে কিছু অংশ সরাসরি ভোক্তা নিতে পারে, বাকী অংশ যায় বেপারী ও ফড়িয়াদের হাতে দূরের ভোক্তাদের জন্য। বেপারী ও ফড়িয়া পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে আড়তে বা পাইকারী বিক্রেতার নিকট। আড়ত বা পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে তা বিক্রয় এলাকার খুচরা বিক্রেতার কাছে (তরিতরকারী, মাছ বা ডিমের কথা ভাবুন) চলে যায়। ধান হলে আড়ত বা পাইকার থেকে, কিংবা ফড়িয়া থেকে চালে রূপান্তরের জন্য চালকলে যায়। সেই চাল পাইকারী বিক্রেতা পৌঁছে দেবে খুচরা বিক্রেতার কাছে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য। খামারের দোরগোড়া থেকে সাধারণ ভোক্তার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া। এই বিপণন ব্যবস্থা উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর ধাপ পণ্য থেকে পণ্যে ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাজারজাতকরণের সমুদয় খরচই হচ্ছে বিপণন খরচ। বাজারে আনয়ন, মজুরী, পরিবহন, দোকানভাড়া, টোল প্রদান, অপচয় এসবই বিপণন খরচের অন্তর্ভুক্ত। বিপণনের ধাপ যত বেশি হবে (যেমন কৃষক থেকে ফড়িয়া একধাপ, ফড়িয়া থেকে আড়ত আরেক ধাপ) বিপণন খরচ ততবেশী হবে। বিপণন খরচ বেশি হলে কৃষক ভোক্তার দেয় দামের অনেক কম পাবে। যেমন- ভোক্তার দেয় ১০০ টাকার চালে কৃষক পায় গড়ে ৭৪ টাকা, ২৬ টাকা হলো বিপণন খরচ। আবার কোনো কোনো পণ্যের ভোক্তার প্রদত্ত মূল্যের ৫৫-৬০ ভাগ পায় মাত্র কৃষক। অর্থ্যাৎ বিপণন খরচ বেশি। বিপণন প্রক্রিয়া দক্ষ হলে সাধারণত বিপণন খরচ কম হয়ে থাকে এবং কৃষক লাভবান হয়। বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা উৎপাদকের নিকট পৌঁছে।

বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের উপযোগ বৃদ্ধি করে থাকে। এই উপযোগ বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়। বিপণনের মাধ্যমে প্রধানতঃ স্থানগত, রূপান্তরগত এবং সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

> বিপণন ব্যবস্থা চাহিদা সম্পন্ন স্থানে পণ্য পৌঁছে দেয়ায় পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

পণ্যের স্থানগত উপযোগ ঃ পণ্য যেখানে উৎপাদিত হয় সেখানে পূর্ণ চাহিদা নাও থাকতে পারে, যেমন- খামারে উৎপাদিত মোরগ-মুরগী কিংবা ডিম, উৎপাদিত তরমুজ, তরিতরকারী, রাজশাহীর আম। যেখানে প্রবল চাহিদা (যেমন- শহুরে এলাকা) সেখানে এসব উৎপন্ন হয় না। বিপণন ব্যবস্থা চাহিদা সম্পন্ন স্থানে পণ্য পৌঁছে দেয়ায় পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এই স্থানগত উপযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে ক্ষুদে ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, বেপারী, মহাজন বা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। বাজার ব্যবস্থায় এরা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যসত্ত্বভোগী বা বিপণন কারক।

রূপান্তরগত উপযোগ ঃ উৎপাদিত পণ্য যে অবস্থায় থাকে রূপান্তরের মাধ্যমে সেই সব পণ্যের আরো উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফল থেকে যখন ফলের রস বোতলজাত করা হয়, সেটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং বিভিন্ন ভোক্তার কাছে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তেমনি দুধ থেকে দই, ক্ষীর, মিষ্টি তৈরি রূপান্তরগত উপযোগ সৃষ্টি করে মূল পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। রূপান্তরগত পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পণ্যের পর্যায়িতকরণ, আকার অনুসারে বিন্যাস কিংবা প্যাকেটে পরিবেশন রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উপযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রয়াস।

> কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় মৌসুমভিত্তিক কিন্তু চাহিদা ব্যপ্ত থাকতে পারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কিংবা সারা বছর।

সময়গত উপযোগ ঃ কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় মৌসুমভিত্তিক কিন্তু চাহিদা ব্যপ্ত থাকতে পারে বছরের বিভিন্ন সময়ে কিংবা সারা বছর। এ কারণে উৎপাদনকাল থেকে ভোগকাল পর্যন্ত পণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মৌসুমে উৎপন্ন পণ্য শুধুমাত্র ঐ মৌসুমেই ভোগ করতে হলে অধিক যোগানের কারণে পণ্যমূল্য হতে পারতো অতিশয় নিম্নমুখী। বিপণন ব্যবস্থায় মজুতদার, পাইকার কিংবা গুদামের মালিকেরা পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। পণ্যের সংরক্ষণগত প্রযুক্তি উন্নততর হলে সময়গত উপযোগ বৃদ্ধি পাবে।

কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যা

কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। অসংখ্য ছোট ছোট খামার উৎপাদন কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। কৃষকগণ প্রতিটি মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। মূলতঃ এক একজন কৃষকের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণও থাকে কম। কাজেই সুসংগঠিত বিপণন কার্যক্রম উৎপাদক কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। গ্রাম্য বা প্রাথমিক বাজারে অল্পসংখ্যক জোটবদ্ধ ফড়িয়া, ব্যাপারীর নিকট কৃষকের পণ্য বিক্রয় করতে হয় বিধায় উৎপাদক কৃষককে কখনো কখনো পণ্যের কম দাম মেনে নিতে হয়। গ্রাম্য রাস্তাঘাট কাঁচা কিংবা উন্নত না হওয়ায় দ্রব্যের পরিবহন ব্যয় সাপেক্ষ হয়, তদুপরি পরিবহনে বিলম্বজনিত কারণে পণ্য অপচয় কিংবা পচনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বাজার থেকে বাজারে পণ্য স্থানান্তর ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। কৃষিপণ্য তুলনামূলকভাবে ভারী ও পচনশীল হওয়ায় সংরক্ষণ ব্যয় বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে যে বছর পণ্য উৎপাদন সকলের জন্যই ভালো হয় বা বৃদ্ধি পায় সে বছর দাম পড়ে যায়।

অঞ্চলে অঞ্চলে ওজন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। এই ওজনের হেরফেরেও উৎপাদক কৃষক পণ্য বিক্রয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকে। কৃষকগণ বিক্রির সময়ে পণ্যের আকার, রং, আকৃতি অনুযায়ী বিন্যাস না করেই বিক্রি করে দেয় বলে গড় দাম কম পায়। গ্রাম্য বা মাধ্যমিক বাজারে প্রবঞ্চনা, অতিরিক্ত টোল আদায়, ওজনে বেশি বা কম মাপা বা ক্রেতা-বিক্রেতার দ্বন্দ্বে কোনো আইনগত সালিশী বা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা নেই- কাজেই অসংগঠিত কৃষককেই শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়।

> উৎপাদক বিক্রেতা বাজার বিষয়ক তথ্যাদি কম জানে বিধায় দামের আগাম উত্থান-পতন সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না।

উৎপাদক বিক্রেতা পণ্যের বাজার, চাহিদা, যোগান, বিভিন্ন অঞ্চলে দাম, আমদানী-রপ্তানীর প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি বাজার বিষয়ক তথ্যাদি কম জানে বিধায় দামের আগাম উত্থান-পতন সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না। কাজেই দর কষাকষির দিক থেকে বিক্রেতার অবস্থান থাকে দুর্বল।

গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য বাজারগুলো আকারে ছোট এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগ ও টেলিফোন যোগাযোগের অভাবে বাজারে বাজারে দরদামের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। ঘাটতি এলাকার দাম বৃদ্ধির খবর উদ্বৃত্ত এলাকার বাজারগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে না- যার জন্য এলাকাভিত্তিক দরদামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এতে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বিপণন সমস্যার প্রতিকারসমূহ

বাজারের মোট বিক্রেতা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদক বিক্রেতার অবস্থান অতি নগণ্য বিধায় এলাকা অনুসারে পণ্য ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা নিলে কৃষক বিক্রেতার দর কষাকষির সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমবায়ের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা হলে-- ফড়িয়া, ব্যাপারীরাও একত্রে অনেক পরিমাণ ক্রয়ের সুযোগ নিতে পারে। কৃষক-বিক্রেতা সংগঠিত থাকলে ওজনে হেরফের, অন্যায় চাঁদা ও অতিরিক্ত টোল প্রদান থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে বাজার থেকে বাজারে (গ্রাম্য বাজার থেকে গঞ্জের বাজার, মাধ্যমিক বাজার কিংবা নদীতীরে অবস্থিত ব্যবসাকেন্দ্র) সারা বছর চলাচল উপযোগী পাকা রাস্তা প্রতিষ্ঠা ও টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলে দ্রুত পণ্য পরিবহন ও দামের উঠানামা জানানো সম্ভব হবে। উদ্বৃত্ত এলাকা ও ঘাটতি এলাকায় সমতা আসবে এবং উৎপাদক কৃষক পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। অন্যদিকে ঘাটতি এলাকার ভোক্তাও তুলনামূলক কম দামে পণ্য ক্রয়ে সক্ষম হবে। পণ্যের স্থান উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে মোট চাহিদা বাড়বে।

শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই একই ওজন পদ্ধতি (মেট্রিক ওজন পদ্ধতি) বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব।

পণ্য সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়নে গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে পণ্যাগার, গুদাম, হিমাগার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিখাতে সহজশর্তে বিশেষ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সারাদেশে পণ্য মৌজুত সুযোগ যত সৃষ্টি হবে ততই মৌসুম থেকে মৌসুমে দামের অতি উঠা-নামা বন্ধ হবে। সারাদেশে মৌজুত ব্যবস্থা ছড়িয়ে থাকবে বিধায় মুষ্টিমেয় কারবারী বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগও কম থাকবে। গুদাম, হিমাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পণ্যের সময় উপযোগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপান্তর উপযোগ বৃদ্ধি করবে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে (হিমাগার প্রতিষ্ঠা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে)। শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই একই ওজন পদ্ধতি (মেট্রিক ওজন পদ্ধতি) বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব। প্রত্যেকটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এ বিষয়ে তদারকী ব্যবস্থা চালু করা উচিত। ওজনে ঠকানো, দামে প্রবঞ্চনা, ক্রেতা-বিক্রেতার স্বীকৃত চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে বাজার কেন্দ্রিক জুরি কমিটি বা সালিশী ব্যবস্থা আইনগত কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। পণ্যের পর্যায়িতকরণ, প্রমিতকরণ (standardisation) ও ওজনের ভিত্তিতে বিক্রয়কে সর্ব পর্যায়ে উৎসাহিত করা আবশ্যক। ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। বাজার সৃষ্টি ও গ্রাম্য বাজার সম্প্রসারণে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে।

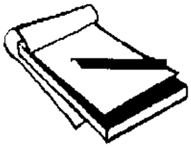

অনুশীলন (Activity) : বাংলাদেশে কৃষিজ দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

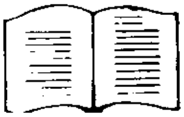

সারমর্ম : ভোক্তাদের পর্যায়ে খুচরা বিক্রয়ে পণ্যের যে দাম থাকে, কৃষকের খামারের দোরগোড়ায় সেই দামের কত অংশ পাবে তা মূলতঃ নির্ভর করে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে কতটি মধ্যসত্বভোগী এবং দ্রব্যটি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় (যেমন- গম থেকে পাউরুটি) অন্যান্য উপকরণের সমাবেশ খরচ কতটুকু। স্থানগত উপযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে ক্ষুদে ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, বেপারী, মহাজন বা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। বাজার ব্যবস্থায় এরা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যসত্ত্বভোগী বা বিপণন কারক। কৃষকগণ প্রতিটি মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। অঞ্চলে অঞ্চলে ওজন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। এই ওজনের হেরফেরেও উৎপাদক কৃষক পণ্য বিক্রয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের গ্রাম্য বাজারগুলো আকারে ছোট এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগ ও টেলিফোন যোগাযোগের অভাবে বাজারে বাজারে দরদামের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। পণ্য সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়নে গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করা উচিত। পণ্যের পর্যায়িতকরণ, প্রমিতকরণ (standardisation) ও ওজনের ভিত্তিতে বিক্রয়কে সর্ব পর্যায়ে উৎসাহিত করা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. বাজারজাতকরণের সমুদয় খরচ হলো--
- i. উৎপাদন খরচ
- ii. বাজারজাত খরচ
- iii. বিপণন খরচ
- iv. শ্রমিকের খরচ

খ. রূপান্তরিত পণ্যের উপযোগ--
- i. বৃদ্ধি পায়
- ii. কমে যায়
- iii. অপরিবর্তিত থাকে
- iv. মাসে মাসে কমে এবং মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পায়

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. দামের উঠানামা কমাতে হলে পণ্যের .... উপযোগ বৃদ্ধি করতে হয়।

খ. পণ্য যেখানে উৎপাদিত হয় সেখানে .... চাহিদা নাও থাকতে পারে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. খামারের দোরগোড়া থেকে উৎপাদকের ঘরে পণ্য নিয়ে আসাটাই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া।

খ. পণ্য বিক্রয়ে অধিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি হলে ভোক্তা সবচেয়ে কম দামে পণ্য ক্রয় করতে পারে।

পাঠ ৩.৪ কৃষি ব্যাংক ও সমবায়ী ঋণ ব্যবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- কৃষি খাতের ঋণ প্রবাহে কৃষি ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় ব্যবস্থায় ঋণ প্রবাহের ধরন বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষিতে অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তন খামার উৎপাদন কার্যক্রমে জড়িত। একই খামারে মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ঝড়, বন্যা, খরা, আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, পোকামাকড়ের উপদ্রবের মত অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃষক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলনের অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। অনেক কৃষকই উৎপন্ন ফসলে তার পারিবারিক ভোগের প্রয়োজন পুরোপুরি মিটাতে পারে না। ভালো আবহাওয়ায় থেকে অধিক উৎপাদন হলে পণ্য মূল্য পড়ে যায়, যার জন্য কৃষি আয় এই মূল্য ঝুঁকি জনিত কারণেও কম হতে পারে। ভোগে ঘাটতি, আয়ে ঘাটতি কিংবা উভয় কারণে কৃষি খাতে মূলধন গড়ে ওঠা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিংবা নগন্য মূলধনেই কৃষিকার্য পরিচালনা করতে হয়। যখন পরিবারের ভোগে ঘাটতি পড়ে, কিংবা মূলধন উপকরণের অভাব হয় (যেমন- বীজ, সার, গবাদিপশু, সেচের নলকূপ ইত্যাদি), পূর্বতন দায়দেনা শোধ করতে হয়, আকস্মিক কোনো বিপর্যয় ঘটে (যেমন- গবাদিপশুর মৃত্যু, বান-বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়া) অথবা বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আকস্মিক খরচ হয়, স্বল্পবিত্ত কৃষক পরিবার এসব অবস্থায় প্রায়শঃ ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়ে থাকে। কৃষিপণ্য ব্যবসায় যারা জড়িত, অধিক পণ্য ক্রয়, পরিবহন, সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণে পুঁজির দরকার হয়। নিজ জোত-জমা সংলগ্ন কিংবা সুবিধামত জমি ক্রয়ে কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা অনুভব করে।

কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা দু'টি উৎস থেকে মিটাতে চেষ্টা করে, যেমন- ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ধনী কৃষক, সুদখোর মহাজন, আত্মীয়-স্বজন। এদের থেকে জমি বন্ধক রেখেও ঋণ নেয়া হয়। এসব ঋণ বিনা সুদ থেকে উচ্চ হারের সুদে নিতে হয়। কৃষিখাতের মোট ঋণ প্রবাহের শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ বা দুই তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাসমূহ, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (যেমন ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি ইত্যাদি)।

কৃষি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

> কৃষিখাতে উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়ন খাতে গ্রামাঞ্চলে ঋণের সুবিধা প্রদান কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষি ঋণ সরবরাহের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। পাকিস্তান আমল থেকেই কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনে মূলধনী উপকরণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণে চলতি মূলধন, কুটির শিল্প স্থাপন, পশুপালন ও মৎস্য চাষে স্বল্পমেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু ক্রয় ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী ঋণ এবং গুদাম নির্মাণ, ভূমি উন্নয়নে, রাবার চাষ, চা বাগান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেড় বছরের মধ্যে পরিশোধ সম্পন্ন করতে হয়। মধ্যমেয়দী ঋণ পাঁচ বছরের মধ্যে এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাঁচ বছর থেকে বিশ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। কৃষিখাতে উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়ন খাতে গ্রামাঞ্চলে ঋণের সুবিধা প্রদান কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য। ১৯৯৬ আর্থিক বছরে গ্রামীণ এলাকার সরকারী ব্যাংকিং খাতের মোট কৃষি ঋণ প্রবাহের শতকরা ৬৫ ভাগ সরবরাহ করেছে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। ঐ একই সনে বি,আর,ডি,বি (বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) সরবরাহ করেছে শতকরা ৬.১৪ ভাগ ঋণ (সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে)। ১৯৯৫-৯৬ সনে সারা বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের শাখা ছিল ৮৩৬ টি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রামীণ শাখার মাধ্যমে স্বাভাবিক কৃষি ঋণ ও সরকারের প্রবর্তিত বিশেষ ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রচলিত সমবায় পদ্ধতির আওতাধীনে বাংলাদেশে সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গ্রামীণ এলাকায় সমবায় সমূহের সদস্যদের মাঝে ঋণ সরবরাহ করে থাকে (সামগ্রিক বিবেচনায় নগন্য)। নিম্নের সারণিতে কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সনের বিতরণকৃত মোট টাকার পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৪.১ ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৫৫-৯৬ সন পর্যন্ত কৃষিখাতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ

বছর	মোট বিতরণকৃত ঋণ কোটি টাকা	বৃদ্ধির বাৎসরিক শতকরা হার
১৯৯০-৯১	৩২৪.১৭	--
১৯৯১-৯২	৪৪১.৭৮	৩৬.২৮
১৯৯২-৯৩	৪৬৩.৪২	৫.০০
১৯৯৩-৯৪	৫৯৮.৫৬	২৯.০০
১৯৯৪-৯৫	৭৬৫.৬৩	২২.০০
১৯৯৫-৯৬	৭৭৮.৯১	১.৭১

কৃষিব্যাংক পরিক্রমা, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা নং ৩৯

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণের চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের জন্য কৃষি ব্যাংকের বার্ষিক সুদের হার শতকরা ১৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা।

সমবায়ী ঋণ ব্যবস্থা

দুই ধরণের সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় এখনো ঋণ প্রবাহ চালু রয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এদেশে দুই ধরণের সমবায় ব্যবস্থা হয়েছিল, যেমন প্রথাগত সমবায় সমিতিসমূহ এবং কুমিল্লা পদ্ধতির দুই স্তর বিশিষ্ট সমবায় যেমন- (ক) গ্রামের প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও (খ) থানা পর্যায়ে এগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। এই দুই ধরণের সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় এখনো ঋণ প্রবাহ চালু রয়েছে। কুমিল্লা পদ্ধতির দুইস্তর বিশিষ্ট সমবায়গুলো বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডের (বি.আর.ডি.বি) মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বি.আর.ডি.বি-র সমবায় সমিতিগুলো সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষিখাতে ঋণ পেয়ে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতির বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দিয়ে থাকে ১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ২) ৬২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং এদের সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৩) দেশের ১৬টি ভূমি বন্ধকী সমবায় ব্যাংক। ভূমি বন্ধক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যোগানকৃত কৃষি ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ এই সমস্ত সমবায় ব্যাংক ও সমিতি সমূহের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিম্নের সারণিতে ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সন পর্যন্ত বি, আর, ডি, বি ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের প্রবাহ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৪.২ ১৯৯১/৯২ সন থেকে ১৯৯৫/৯৬ সন পর্যন্ত সমবায়ী ব্যবস্থায় প্রদত্ত কৃষি ঋণের প্রবাহ

বছর	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও সংস্থা (কোটি টাকা)	
	বি, আর, ডি, বি	সমবায় ব্যাংক লিঃ
১৯৯০-৯১	৪৯.৯	২.৩
১৯৯১-৯২	১৭.৪	৩.১
১৯৯২-৯৩	১১.৯	৩.৪
১৯৯৩-৯৪	১২.০	১.২
১৯৯৪-৯৫	৭৩.২	১.৯
১৯৯৫-৯৬	৯১.০	১.৮

উৎস ঃ ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ, ১৯৯৭।

সমবায় ব্যাংক সমূহের ঋণ কার্যক্রমে, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে সুদের হার কম। তবে ঋণ প্রদানযোগ্য তহবিলের অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে খুব কম সংখ্যক কৃষক এই উৎসের সুবিধা পেয়ে থাকে।

অনুশীলন (Activity) : বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : ঝড়, বন্যা, খরা, আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, পোকামাকড়ের উপদ্রবের মত অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃষক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষক পরিবার কৃষি ঋণের চাহিদা দু'টি উৎস থেকে মিটাতে চেষ্টা করে, যেমন- ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ধনী কৃষক, সুদখোর মহাজন, আত্মীয়-স্বজন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাসমূহ, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। কৃষিপণ্য উৎপাদনে মূলধনী উপকরণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণে চলতি মূলধন, কুটির শিল্প স্থাপন, পশুপালন ও মৎস্য চাষে স্বল্পমেয়াদী কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু ক্রয় ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী ঋণ এবং গুদাম নির্মাণ, ভূমি উন্নয়নে, রাবার চাষ, চা বাগান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. বাংলাদেশের কৃষক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করেন--

i. যথেষ্ট পুঁজি হাতে নিয়ে কেননা উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ

ii. সমবায়ের মাধ্যমে সকলেই সংগঠিত হয়ে

iii. যথেষ্ট অনিশ্চয়তার মাঝে এবং সাধারণভাবে পুঁজির স্বল্পতার মধ্যে

iv. সামগ্রিক আধুনিক ব্যবস্থাপনায়

খ. কৃষক পরিবার ঋণ বেশি নিয়ে থাকে--

i. ব্যাংকিং খাত থেকে

ii. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে

iii. সমবায় সমিতি থেকে

iv. কৃষি ব্যাংক থেকে

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. কৃষি ব্যাংকের সর্বমোট শাখা .... টি।

খ. সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সমবায়ী ব্যবস্থায় প্রদত্ত মোট ঋণের BRDB-এর অংশ .... ।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

খ. কুমিল্লা পদ্ধতিতে তিন স্তর বিশিষ্ট সমবায় ঋণ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

পাঠ ৩.৫ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার কার্যাবলী

এই পাঠ শেষে আপনি--

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পল্লীঋণ কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লীঋণ আদায়ের হার বিবৃত করতে পারবেন।
- সরকারী ব্যাংকিং খাতের ঋণ আদায়ের সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পূর্বের কার্যরত সকল ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়। এভাবে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। যেগুলো ছিল সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও উত্তরা ব্যাংক। পরবর্তী সময়ে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক দু'টিকে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া হয়। গোড়ার দিকে জাতীয়করণ করা ছয়টি ব্যাংকে কৃষিখাতে ঋণের প্রবাহ ছিল না। ১৯৭৩ সনের শেষ দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিখাতে ঋণ প্রবাহে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে কৃষিঋণ/পল্লীঋণ বিভাগ খোলার নির্দেশ দেয়। এরপর থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো শিল্পপুঁজি সরবরাহ ও ব্যবসা কার্যক্রমের সংগে কৃষিঋণ/পল্লীঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক পল্লী এলাকায় শাখা খুলতে শুরু করে। গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক সমূহে শাখা খোলার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে যখন ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার ১০০ কোটি টাকার বিশেষ কৃষি ঋণ প্রকল্প কার্যক্রম চালু করে।

চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পূবালী ও উত্তরা ব্যাংক ছাড়া) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক মিলিয়ে সরকারী খাতের ব্যাংক সমূহের মোট ৫,৭৬২ টি শাখার মধ্যে (১৯৯৪ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) দুই-তৃতীয়াংশ শাখাই পল্লী এলাকায় অবস্থিত। নিম্নের সারণিতে, ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত সরকারী খাতে সকল ব্যাংক সমূহের মোট প্রদত্ত ঋণ ও গ্রামীণ ঋণ প্রবাহের হার দেখানো হলো ঃ

সারণি ৩.৫.১ সরকারী ব্যাংকিং খাত থেকে ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ঋণ ও পল্লী ঋণের পরিমাণ

বছর	মোট প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকা)	মোট প্রদত্ত পল্লী ঋণ (কোটি টাকা)	মোট ঋণে পল্লী ঋণের শতকরা হার
১৯৯১	২১,৩৮৭.১৯	৪,৬৮৬.৪০	২১.৯
১৯৯২	২৩,৫৬৯.৫৫	৪,৭০১.৬৪	১৯.৯
১৯৯৩	২৬,৮২৯.৩৭	৫,১০৪.৫১	১৯.০
১৯৯৪	২৮,৩২৭.২০	৫,৬২৫.৬০	১৯.৯
১৯৯৫	২৯,২০৭.১০	৫,৭৫৩.৮০	১৯.৭
১৯৯৬	৩৪,৭০৮.০০	৬,৮৩৭.৪৮	১৯.৭

উৎস ঃ ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

সরকারী ব্যাংকিং খাত সাধারণ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ এলাকা থেকে সঞ্চয়ও সংগ্রহ করে থাকে। নিম্নের সারণিতে সরকারী খাতের সকল ব্যাংক সমূহের মোট সঞ্চয়, পল্লী এলাকা থেকে গৃহীত সঞ্চয় ও মোট সঞ্চয়ে গ্রামীণ এলাকার অংশগ্রহণের হার দেখানো হলো।

সারণি ৩.৫.২ সরকারী ব্যাংকিং খাতের সংগৃহীত মোট সঞ্চয়, গ্রামীণ সঞ্চয় ও মোট সঞ্চয়ে গ্রামীণ সঞ্চয়ের হার দেখানো হল, ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত

বছর	মোট প্রদত্ত সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মোট প্রদত্ত পল্লী সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মোট সঞ্চয়ে পল্লী সঞ্চয়ের শতকরা হার
১৯৯১	২২,৮১৮.০২	৪,৮৯৩.৫৭	২১.৪
১৯৯২	২৬,১৮১.৫৭	৫,৬৩৩.৮৬	২১.৫
১৯৯৩	২৯,৯৪৫.৩৫	৬,৫১৫.৯৫	২১.৮
১৯৯৪	৩৩,৯৪৮.৪০	৭,৫০৪.৮০	২২.১
১৯৯৫	৩৮,৯২৪.০০	৮,৫৬৩.২৮	২২.০
১৯৯৬	৪১,৯৪১.০০	৯,৫২০.৬১	২২.৭

উৎস ঃ ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

পল্লী এলাকায় মোট ঋণের প্রবাহ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ দু'টিই বাড়ছে।

পল্লী এলাকায় মোট ঋণের প্রবাহ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ দু'টিই বাড়ছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে কেবল ১৯৯১ সন ছাড়া পরবর্তী বছরগুলোতে গ্রামীণ এলাকায় সঞ্চয়ের হারের চেয়ে পল্লী ঋণের হার ছিল কম। এর অর্থ এই যে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত তহবিলের চেয়ে ঋণ প্রদান হয়েছে কম। তবে সংগৃহীত তহবিলের জন্য সরকারী ব্যাংকিং খাত শতকরা একশত ভাগ দায়বদ্ধ থাকলেও ঋণের শতকরা একশত ভাগ ব্যাংকে পরিশোধিত নাও হতে পারে। ঋণের টাকা কিস্তি অনুযায়ী যথাসময়ে ফেরত না আসা বাংলাদেশে সরকারী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ কারণেই ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ব্যহত হয়। নিম্নের সারণিতে ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সময়ে প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিশোধযোগ্য টাকা, আদায়ের পরিমাণ, আদায়ের হার ও বকেয়া টাকার পরিমাণ দেখানো হলো। এই সারণি থেকে দেখা যাবে আদায়কৃত ঋণের হার প্রদত্ত ঋণের গড়ে ২০ ভাগের বেশি নয়।

সারণি ৩.৫.৩ ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সন পর্যন্ত কৃষি ঋণের পরিশোধযোগ্য পরিমাণ, আদায়কৃত পরিমাণ, আদায়ের হার ও বকেয়ার পরিমাণ দেখানো হল।

বছর	আদায়যোগ্য (কোটি টাকা)	আদায়কৃত (কোটি টাকা)	আদায়ের শতকরা হার	বকেয়ার মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)
১৯৯০-৯১	৪৬৮৮.৬৯	৬৭৪.৭১	১৪.২৯	৪০৪৮.২৩
১৯৯১-৯২	৪৯৩৬.৭৮	১১৬০.৬০	২৩.৬৫	৩৭৪৭.৫০
১৯৯২-৯৩	৪৭১৯.৯৩	৮৬৯.২৩	১৮.৪২	৩৮৫৪.৩৬
১৯৯৩-৯৪	৫১৪১.৮৬	৯৭৯.১২	১৯.০৪	৪২০৩.৭২
১৯৯৪-৯৫	৫৬১৩.২৫	১১২৪.১১	২০.০৩	৪৪৯০.৫৩
১৯৯৫-৯৬	৬১৯৩.৫০	১২৭৩.০৮	২০.৫৬	৪৯২০.৪২

উৎস ঃ ড. মু. লুৎফর রহমান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ।

সরকারী ব্যাংকিং খাতে কৃষি ঋণ আদায়ের হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও গ্রামীণ ব্যাংকসহ এন.জি.ও গুলোর ঋণ আদায়ের পরিমাণ অবশ্য উৎসাহ ব্যঞ্জক। সরকারী ব্যাংকিং খাতের (বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংক সমেত) ঋণ আদায়ে হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতির অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ-

১. ঋণ প্রদানে তুলনামূলক আনুষ্ঠানিকতা বেশি (দরখাস্ত, ষ্ট্যাম্প ব্যবহার, বন্ধক কাগজপত্র তৈরি, অনেক পর্যায়ে অনুমোদন ইত্যাদি) বিধায় বিতরণে বিলম্ব ঘটে। এতে যে উদ্দেশ্যে ঋণ চাওয়া হয় তাতে ব্যয়িত না হলে পরিশোধ কষ্টকর হয়ে উঠে।

২. ব্যাংক কর্তৃক আবেদনকারীর যথার্থতা বা সঠিক প্রয়োজনীয়তা খুব সতর্কতার সংগে নিরূপনে ব্যর্থতা। কাজেই ঋণ যথাযথ ব্যবহার হয় না।

৩. ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে দূর্ণীতিগ্রস্থতার সম্পর্ক স্থাপিত হলে, যথাযথ ব্যক্তির কাছে ঋণ না যাওয়া।

৪. ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের ক্ষেত্রে নিবিড় তত্ত্বাবধায়নের অভাব।

৫. আয়ের সংগে কিস্তি পরিশোধের সমন্বয় না হওয়া। অর্থ্যাৎ দুগ্ধবতী গাভীর জন্য ঋণ দিলে দোহন আরম্ভের পর ত্রৈমাসিক কিস্তি ঋণ হলে তিনমাসের মধ্যে আয় অন্যত্র ব্যয় হয়ে যায়। সেটাকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে নেয়া।

৬. কৃষি কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন কিংবা দামের দিক থেকে উৎপাদন অলাভজনক হলে কৃষক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় যা যথাসময়ে পূণ:তফসিলিকরণ করা হয় না- ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।

৭. কৃষি খাতে ঋণ কার্যক্রম বহুদিক থেকে ভিন্নধর্মী তাই নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মাঠে উপস্থিত না থাকলে সময়মত ঋণ পরিশোধ হয় না।

৮. ব্যাংক কর্মীদের পল্লীঋণ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট প্রশিক্ষণ থাকে না কিংবা গ্রামে কাজ করার মত মানসিক নৈকট্য অনুভব করে না। ফলে ঋণ প্রদানকারী ও গ্রহীতার দূরত্ব থেকে যায়। যার ফলে খাতক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে আগ্রহ অনুভব করে না।

৯. সর্বোপরি অনাদায়ের ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতার কারণে ত্বড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তুলনামূলক ধনী কৃষক ঋণ গ্রহীতা হলে এ সুযোগ নিয়ে থাকে।

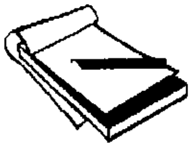

অনুশীলন (Activity) : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীর অগ্রগতি বর্ণনা করুন।

সারমর্ম : ঋণের টাকা কিস্তি অনুযায়ী যথাসময়ে ফেরত না আসা বাংলাদেশে সরকারী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ কারণেই ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ব্যহত হয়। কৃষি কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন কিংবা দামের দিক থেকে উৎপাদন অলাভজনক হলে কৃষক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় যা যথাসময়ে পূণ:তফসিলিকরণ করা হয় না- ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. সরকারী খাতের ব্যাংক সমূহের মোট শাখা--

i. প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার)

ii. ৯,৫০০ (নয় হাজার পাঁচশত)

iii. ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)

iv. ৫,৭৬২ (পাঁচ হাজার সাতশত বাষট্টি টি)

খ. সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী প্রদত্ত পল্লীঋণ, পল্লী থেকে গৃহীত মোট সঞ্চয়ের--

i. প্রায় ৭২ শতাংশ (৭১.৮২)

ii. প্রায় ৮০ শতাংশ

iii. প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

iv. প্রায় সমান সমান

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মোট ঋণপ্রবাহ পল্লী ঋণের সর্বশেষ হার প্রায় .... ।

খ. ১৯৭৭ সালে .... কোটি টাকার বিশেষ কৃষিঋণ প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ঋণের টাকা যথাসময়ে ফেরত না দেয়ায় ব্যাংকের ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

খ. সময়মত কৃষিঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মাঠে উপস্থিত থাকা।

পাঠ ৩.৬ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেসরাকারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের কার্যক্রম বিবৃত করতে পারবেন।
- গ্রাম উন্নয়নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পল্লীর ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত পুরুষ মহিলাদের দল গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামে দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৭৬ সনের দিকে শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ ইউনুস। জোবরা গ্রামের স্বল্প পরিসরে দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার ও ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের সফলতার অভিজ্ঞতায় নভেম্বর, ১৯৭৯ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা করা হয় চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায়। ১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর থেকে বিশেষ পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে সারা দেশব্যাপী এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক সহজশর্তে দলীয় ভিত্তিতে (ঋণের জন্য অনাত্মীয় পাঁচজন পুরুষ কিংবা পাঁচজন মহিলা প্রথমে একটি দল গঠন করবে) উৎপাদন বা ক্ষুদ্র ব্যবসা কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক দলে থাকবে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সচিব। এ ঋণ গ্রহণের জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয়না। দল ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দলের সবাই একসংগে ঋণ পায় না। দল থেকে বাছাই করা প্রথম দু'জনকে ঋণ দেয়া হয়, তাদের ঋণ পরিশোধের শেষ পর্যায়ে অন্য সদস্যগণ ঋণ গ্রহনের আবেদন জানাতে পারে। প্রত্যেক সদস্য সর্বাধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। দলের কোনো সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোনো সদস্যই আর পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। সকল ভূমিহীন পুরুষ, মহিলা কিংবা যাদের চাষাধীন জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ অথবা এর নিচে তারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য। কৃষি কাজ ছাড়াও সকল প্রকার আয় সৃষ্টিকারী কাজ যেমন- রিক্সা, ভ্যানগাড়ী ক্রয়, ধানভানা, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ এবং শাকসবজি চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যায়। ঋণ গ্রহণের এক সপ্তাহ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হয় এবং তা সর্বোচ্চ ৫০ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হয়। কিস্তি আদায়ে ব্যাংককর্মী প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত দলীয় সভায় উপস্থিত থাকেন। ঋণ পরিশোধে কাউকে ব্যাংকে যেতে হয় না। প্রতি পুরুষ ব্যাংককর্মী ২৫০ জন ঋণ গ্রহীতা ও প্রতি মহিলা ব্যাংককর্মী ১৫০ জন গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যাকে তত্ত্বাবধান করে। মোট ঋণের শতকরা দুই টাকা হারে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ নেয়ার সময় মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা পাঁচভাগ টাকা প্রত্যেক গ্রহীতাকে দলীয় তহবিলে জমা রাখতে হয়। এছাড়াও দলীয় তহবিলে প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সপ্তাহে এক টাকা করে জমা রাখতে হয়। কোনো সদস্য উৎপাদন কাজে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সকলের অনুমতি নিয়ে এই তহবিল থেকে আপদকালীন ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক শতকরা ৯৮ ভাগ সফল হয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফলতা ও গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিবিড় তদারকী ব্যবস্থা। মার্চ, ১৯৯২ সন পর্যন্ত মোট ঋণ গ্রহীতা সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,৪৯,৩৪৫। এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ১০,৬৭,৩৫২ জন অর্থ্যাৎ মোট ঋণ গ্রহীতার প্রায় ৯৩ শতাংশ। ঐ একই সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক ব্রাঞ্চের সংখ্যা ছিল ৯৪৮ টি। নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে ঋণদান খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি। দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গরীবদের জন্য ঋণ প্রদান ও তা পরিশোধে ব্যাপক সফলতার কারণে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক দেশে বিদেশে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে।

> ঋণ নেয়ার সময় মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা পাঁচভাগ টাকা প্রত্যেক গ্রহীতাকে দলীয় তহবিলে জমা রাখতে হয়।

ব্র্যাক : বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (Bangladesh Rural Advancement Committee) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (NGO)। স্বাধীনতার পর (১৯৭২ সনে) যুদ্ধের কারণে দুঃস্থ ও বিধ্বস্ত পরিবার সমূহের পূণর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে এই সংস্থার জন্মলাভ। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ। বিদেশী সাহায্য সহয়োগিতাকে কাজে

চাষযোগ্য এক একর পর্যন্ত যাদের জমি রয়েছে সে সমস্ত কৃষক ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারে।

সংগঠনের মধ্যদিয়ে ব্র্যাক সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলে। মূলতঃ স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পূণর্বাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এন.জি.ও কার্যক্রমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। এখনো সংস্থাটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী দান-অনুদানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। ব্র্যাকের রয়েছে গ্রাম উন্নয়নমুখি বহু কার্যক্রম। এটি মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে। চাষযোগ্য এক একর পর্যন্ত যাদের জমি রয়েছে সে সমস্ত কৃষক ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারে। ফসল উৎপাদন ও ছোট ব্যবসায়ে দেয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। মৎস্য চাষ ও পোল্ট্রি ফার্ম প্রতিষ্ঠায় বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়। প্রতি তিনমাসে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং কুটির শিল্প সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ব্র্যাক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশী এন.জি.ও হিসেবে প্রশিকা ১৯৭৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি এ সবই বেসরকারী দেশীয় এন.জি.ও। সবক'টি বিদেশী সাহায্য সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামে গরীবদের জন্য ঋণদান কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাধান্য দিয়ে বেশ কিছু বিদেশী সাহায্য সংস্থাও আমাদের দেশে কাজ করে যাচ্ছে যেমন- কেয়ার (Cooperation of American Relief Everywhere), সিডা (Swedish International Development Agency) ক্যারিতাস (CARITAS), উসেপ (UCEP)। এ সব গুলোই বিদেশী সাহায্য ও অনুদানে পরিচালিত। দেশী-বিদেশী এন.জি.ও গুলোর জন্য হতাশা ব্যঞ্জক দিক হলো, কোনো কারণে বিদেশী আর্থিক সহায়তা বন্ধ হলে বা খুব কমে গেলে, এসব বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম ও ঋণ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা এমন সংকোচিত হবে যে এগুলোর ভূমিকা হয়ে পড়বে অনুল্লেখ্য।

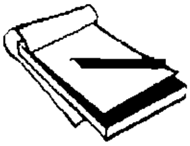

অনুশীলন (Activity) : *কীভাবে বেসরকারী সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করছে তার বর্ণনা দিন।*

সারমর্ম : পল্লীর ভূমিহীন ও স্বল্পবিত্ত পুরুষ মহিলাদের দল গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান। জোবরা গ্রামের স্বল্প পরিসরে দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার ও ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের সফলতার অভিজ্ঞতায় নভেম্বর, ১৯৭৯ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা করা হয় চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায়। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক শতকরা ৯৮ ভাগ সফল হয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফলতা ও গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিবিড় তদারকী ব্যবস্থা। মূলতঃ স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পূণর্বাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এন.জি.ও কার্যক্রমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্র্যাকের রয়েছে গ্রাম উন্নয়নমুখি বহু কার্যক্রম। এটি মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে--
- i. বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক
- ii. বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রকল্প
- iii. একটি সরকারী উন্নয়ন ব্যাংক
- iv. একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (এন.জি.ও)

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ আদায় সাফল্যের মূল কারণ--
- i. ডঃ মুহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্ব
- ii. ব্যাংক শাখাগুলো গ্রাম এলাকায় প্রতিষ্ঠিত
- iii. শুধু গরীবরা ঋণ নেয় বলে
- iv. দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভব .... থেকে।

খ. ব্র্যাক একটি .... বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ব্র্যাক সংস্থাটি সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে চলে।

খ. গ্রামীণ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের এক সপ্তাহ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হয়।

পাঠ ৩.৭ কৃষি ঋণের বিতরণ সমস্যা

এই পাঠ শেষে আপনি--

- কৃষি ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা বিবৃত করতে পারবেন।
- কৃষি ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণে কার্যকরী পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্বের কয়েকটি পাঠ অনুশীলনের পর কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস সম্পর্কে সরকারী ব্যাংকিং সেক্টর ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের ঋণ প্রদান পদ্ধতি, ব্যবহার-কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। সকল উৎস মিলিয়েই প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ প্রবাহ এখনো অপ্রতুল এবং দেশের বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বাইরে। পারিবারিক ভোগ চাহিদার বাইরে, বাজারের জন্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়াসী হলে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত বীজ, সেচ সুবিধা, সার প্রয়োগ, পোকা-মাকড় দমন এমনকি যান্ত্রিক চাষাবাদ, মাড়াই ইত্যাদি। এসবের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট নগদ অর্থের যার জন্য কৃষক-উৎপাদকের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার ঋণ সুবিধা প্রসারিত হতে পারে যদি বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে ফেরত আসে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে দু'টি ধারা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সরকারী ব্যাংকিং খাত থেকে যে ঋণ আসে সে ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ খুবই বেশি। ব্যাংকের গ্রাহকদের সঞ্চিত টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে সরবরাহ করে। তা ফেরত না এলে ব্যাংকের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পরতে পারে। দ্বিতীয় ধারাটি হলো গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকার মত বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রদত্ত ঋণ ৯৫-৯৯ শতাংশ যথাসময়ে পরিশোধিত হওয়া বা ফিরে আসা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বেসরকারী সংস্থাগুলোর সুদের হার কার্যতঃ ২০ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের মধ্যে যা সরকারী ব্যাংকিং খাতের তুলনায় উচ্চ সুদ বিবেচিত হতে পারে (১৪-১৬ শতাংশ)। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সুষ্ঠু বিতরণ ও যথাযথ তদারকি থাকলে গরীবদের কৃষি বা ব্যবসা খাতে দেয়া ঋণও যথাসময়ে পরিশোধিত হয়।

এখানে সরকারী ব্যাংকিং খাতের পল্লী ঋণ প্রবাহে প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হল--

উৎপাদন কার্যক্রমে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা, সময়মত ঋণ কিস্তি উঠিয়ে নেয়া, এসবের জন্য কৃষকের দোরগোড়ায় উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক।

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মূল কার্যএলাকা হলো গ্রাম। অথচ অনেক কর্মকর্তা গ্রামে বসবাসে অনীহা প্রকাশ করে। গ্রামীণ এলাকায় দীর্ঘকালীন অবস্থানে অনাগ্রহ প্রায় সকলের। অথচ উৎপাদন কার্যক্রমে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা, সময়মত ঋণ কিস্তি উঠিয়ে নেয়া, এসবের জন্য কৃষকের দোরগোড়ায় উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। সরকারী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে আসতে হয় ব্যাংকে (বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টো। বেসরকারী সংস্থার কর্মীরা তাদের কর্মসময়টা প্রায় পুরোটাই কাটান গ্রামে)।

২. কর্মকর্তাদের ব্যাংকের বাণিজ্যিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং পদ্ধতিগত বিভিন্ন নিয়মকানুনের ফলে, কৃষিঋণের জন্য জামানতের কাগজপত্র তৈরিসহ সময়মত ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এর ফলে প্রাপ্ত ঋণ কৃষকগণ সঠিক সময়ে সঠিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

৩. কৃষি খাতের উৎপাদন কার্যক্রম যেমনি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তেমনি আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে বিরাজমান অবস্থার উপর নির্ভরশীলতার কারণে, শিল্প উৎপাদন কার্যক্রম থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। কৃষি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষ কারিগরী জনশক্তির অভাব কৃষি ব্যাংক সহ সরকারী ব্যাংকিং খাতে প্রকট। একারণে কৃষি প্রকল্প প্রণয়নে কৌশলগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুধাবন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। যে কারণে প্রদত্ত ঋণ উঠে আসে না।

৪. ঋণ গ্রহীতা বাছাই, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ, ফর্ম পূরণসহ নানা আনুষ্ঠানিকতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব কারণে ঋণ গ্রহীতা ও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আস্থার পরিবেশ নষ্ট হয়, যে কারণে ঋণ গ্রহীতা কৃষক যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কৃষিঋণ ব্যবহারে সাফল্য ও অনাদায় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। একারণে গ্রাম এলাকায় আরো অধিকসংখ্যক শাখা খোলা আবশ্যক। গ্রামে যাতে কর্মকর্তাগণ অবস্থান করেন সেজন্য কঠোর নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

> গ্রামে কাজ করার জন্য বিশেষ উৎসাহ হিসেবে বোনাস, পদোন্নতিতে প্রাধান্য দেয়ার ব্যবস্থা থাকা কাজে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন।

২. কৃষি প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট অধিক হারে জনবল নিয়োগ, ঋণ তত্ত্বাবধানে ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক। গ্রামে কাজ করার জন্য বিশেষ উৎসাহ হিসেবে বোনাস, পদোন্নতিতে প্রাধান্য দেয়ার ব্যবস্থা থাকা কাজে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। শুধু ঋণ প্রদান নয়, গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষকদের সঞ্চয়েও আগ্রহী করে তুলতে হবে যাতে ব্যাংকে তহবিল সংকটের সৃষ্টি না হয়।

৩. নিয়মকানুন যতটা সম্ভব সহজ করা আবশ্যক যাতে ঋণ পেতে অধিক সময় নষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলোর ঋণ দল গঠনের উদাহরণ অনুসরণ করা যেতে পারে। ঋণের জামানত জমির পরিবর্তে দলকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৪. ব্যাংকের সার্ভিস গ্রামে নিয়ে যেতে হবে যেন ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে না আসতে হয়। এতে ঋণ তদারকির ব্যবস্থাও নিবিড় হবে।

৫. প্রদত্ত ঋণের সুদের হার গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার কাছাকাছি হওয়া বাঞ্চনীয়- যাতে গ্রামের ঋণদান ব্যবস্থা লোকসানী ব্যবস্থায় পরিণত না হয়। দীর্ঘকালীন লোকসান বহন করা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব নয়।

৬. সরকারী ব্যাংকিং খাতের ঋণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ প্রদান এবং রাজনৈতিক কারণে ঋণের সুদ আসলসহ মওকুফ ঘোষণা করা হলে, নিয়মিত পরিশোধকারীরা হতাশাগ্রস্থ হতে পারে কিংবা ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ না করে ভবিষ্যতে এমন ঘোষণার প্রত্যাশা করতে পারে, যা ব্যাংকিং শৃঙ্খলাকে প্রবলভাবে বিনষ্ট করে। এ কারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবে বিতরণকৃত ঋণ সাধারণত পরিশোধিত হয় না।

> ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনে সুষ্ঠ হিসাব নিকাশ, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া ও প্রয়োজনে তৃড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনে সুষ্ঠ হিসাব নিকাশ, অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া ও প্রয়োজনে তৃড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সংগে ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাও জোরদার করা আবশ্যক।

সর্বোপরি কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে আরো গতিশীলতা আনয়নের প্রয়োজনে ঋণের প্রবাহ সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়েই বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন।

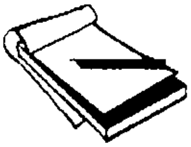

অনুশীলন (Activity) : *কৃষিঋণ বিতরণে কী সমস্যা হয়? কীভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় তার ধারণা দিন।*

সারমর্ম : সকল উৎস মিলিয়েই প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ প্রবাহ এখনো অপ্রতুল এবং দেশের বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বাইরে। কর্মকর্তাদের ব্যাংকের বাণিজ্যিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং পদ্ধতিগত বিভিন্ন নিয়মকানুনের ফলে, কৃষিঋণের জন্য জামানতের কাগজপত্র তৈরিসহ সময়মত ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এর ফলে প্রাপ্ত ঋণ কৃষকগণ সঠিক সময়ে সঠিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকের সার্ভিস গ্রামে নিয়ে যেতে হবে যেন ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে না আসতে হয়। এতে ঋণ তদারকির ব্যবস্থাও নিবিড় হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√)দিন।

ক. কৃষি ঋণ কার্যক্রম সফল হতে পারে যদি
   i. অধিক পরিমাণে ঋণ দেয়া যায়
   ii. কৃষি কার্যক্রম লাভজনক হয়
   iii. সময়মত ঋণের কিস্তি পরিশোধ হয়
   iv. সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হয়

খ. বেসরকারী সংস্থাগুলোর ঋণ কার্যক্রম সফলতার মূল কারণ
   i. সরকারী নিয়ন্ত্রণ
   ii. দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান ও নিবিড় তত্ত্বধায়ন
   iii. বিদেশী উৎসের টাকা
   iv. জামানত দিতে হয় না বলে

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ঋণ পরিশোধের হার.......... শতাংশ।
খ. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে নিবিড় .... ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সরকারী ব্যাংক হতে ঋণ ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রামে গিয়ে কৃষককে পৌছে দেন।
খ. ব্যাংক ঋণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কখনই কাম্য নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাজার কী? বাজারের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

২। অর্থনীতিতে অদৃশ্য প্রেরণা কী ? বিবৃত করুন।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৪। একচেটিয়া কারবারী বাজার ও মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারের পার্থক্য কীভাবে করবেন বর্ণনা করুন।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৬। প্রায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা থেকে বিক্রেতায় দামের পার্থক্য কেন হতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

৭। একচেটিয়া কারবারী বাজার কেন সৃষ্টি হয় বিবৃত করুন।

৮। মুষ্টিমেয় কারবারী বাজারে পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কেন বেশি বর্ণনা করুন।

৯। বাজারজাতকরণ বলতে কী বুঝায় বিবৃত করুন।

১০। বিপণন প্রক্রিয়া পণ্যের কী কী উপযোগ সৃষ্টি করে থাকে উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন।

১১। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১২। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা হলে ক্রেতা-বিক্রেতার কী লাভ-ক্ষতি বিবৃত করুন।

১৩। কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা কীভাবে কাটিয়ে উঠা যায় লিখুন।

১৪। কৃষিঋণের প্রয়োজন কেন হয় বিবৃত করুন।

১৫। ঋণের উৎস সমূহ কী কী? কৃষি ব্যাংক কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো, ব্যাখ্যা করুন।

১৬। সমবায়ী কৃষকদের ঋণের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।

১৭। কেন কৃষিঋণের প্রয়োজন হয় বিবৃত করুন।

১৮। কৃষিঋণ প্রবাহে কৃষি ব্যাংকের কার্যাবিলী বর্ণনা করুন।

১৯। পল্লী এলাকা থেকে সংগৃহীত সঞ্চয় ও পল্লী এলাকায় প্রদত্ত ঋণ প্রবাহের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২০। কৃষিঋণ অনাদায় পরিস্থিতির বর্ণনা দিন ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২১। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভব কীভাবে হলো বর্ণনা করুন।

২২। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিবৃত করুন।

২৩। ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনা করুণ।

২৪। কিছু বিদেশী এন.জি.ও'র নাম উল্লেখ করুন।

২৫। এন.জি.ও গুলোর সাফল্য বিবৃত করুন।

২৬। সরকারী ব্যাংকিংখাত ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর কৃষিঋণ কর্যক্রমের তুলনামূলক সফলতা বর্ণনা করুন।

২৭। সরকারী ব্যাংকিংখাতে কৃষিঋণ কার্যক্রমের সমস্যাগুলো বিবৃত করুন।

২৮। কৃষিঋণ কার্যক্রমে সরকারী ব্যাংকিংখাতের সমস্যাগুলো কীভাবে কাটিয়ে উঠা যায় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ-৩.১

১। ক. i
২। ক. বিনিময়ে
৩। ক. স

১। খ. iv
২। খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
৩। খ. মি

পাঠ-৩.২

১। ক. iii
২। ক. সমজাতীয়
৩। ক. স

১। খ. iv
২। খ. বিক্রেতাই
৩। খ. মি

পাঠ-৩.৩

১। ক. iii
২। ক. সময়গত
৩। ক. মি

১। খ. i
২। খ. পূর্ণ
৩। খ. স

পাঠ-৩.৪

১। ক. iii
২। ক. আটশত ছত্রিশ
৩। ক. স

১। খ. ii
২। খ. একানব্বই শতাংশ
৩। খ. মি

পাঠ-৩.৫

১। ক. iv
২। ক. এক পঞ্চমাংশ
৩। ক. স

১। খ. i
২। খ. ১০০
৩। খ. স

পাঠ-৩.৬

১। ক. iv
২। ক. জোবরা গ্রাম
৩। ক. স

১। খ. iv
২। খ. স্বতন্ত্র
৩। খ. স

পাঠ-৩.৭

১। ক. iii
২। ক. ৯৫-৯৯
৩। ক. মি

১। খ. ii
২। খ. তদারকির
৩। খ. স